এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিউল আদনান

প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা

প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু

সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস

প্রদায়ক
জসিম মল্লিক

প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন

আলোকচিত্রী
আনোয়ার মজুমদার

নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন, হাসান মূর্তাজা
নোমান মোহাম্মদ, জব্বার হোসেন

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান

যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান

সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল

বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি
মিজানুর রহমান খান

হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ

ওয়াশিংটন প্রতিনিধি
নাসিম আহমেদ

যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর

শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য

জেনারেল ম্যানেজার
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ইমেল ঃ s2000@dbn-bd.net

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

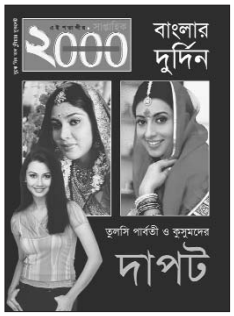

বাঙালি সুসংহত ভাষা ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির অধিকারী। অথচ আকাশ-সংস্কৃতির প্রতিযোগিতায় আমরা টিকে থাকতে পারছি না। মাদ্রাজি হিন্দি চ্যানেলের সামনে আমাদের চ্যানেলগুলোকে ম্রিয়মাণ মনে হয়। অথচ হিন্দি বাংলার চেয়ে দুর্বল ভাষা। এমন গর্বিত ঐতিহ্যের অধিকারী হয়েও আমরা মূলত দলবাজি, পরিকল্পনাহীনতার কারণে পিছিয়ে পড়ছি। একজন একতা কাপুরই যেন হারিয়ে দিচ্ছে আমাদের। হিন্দি চ্যানেলের সিরিয়াল দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে আমাদের বাড়ির মহিলারা। কর্মব্যস্ত মানুষটি। হিন্দি সিরিয়ালের নির্মাণশৈলীর যাদুর কাঠি আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। অথচ আমাদের বিটিভিতেও সকাল সন্ধ্যা, বহুব্রীহি, কোথাও কেউ নেই-এর মতো জনপ্রিয় সিরিয়াল প্রচারিত হয়েছে। আমরা এ অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে পারিনি। সাত বছর হলেও প্যাকেজ নাটকে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা হয়নি।

দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে আটকে রাখার জন্য রীতিমতো গবেষণা করেছে হিন্দি চ্যানেলের প্রযোজনা সংস্থাগুলো। বালাজি টেলিফিল্মস কাহিনীতে প্রাধান্য দিয়েছে পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধকে। একান্নবর্তী পরিবারের সুখ-দুঃখের খুঁটিনাটি বিষয়কে এনেছে সূক্ষ্মভাবে। যেটা নব্বই দশকে নব্য মধ্যবিত্তের উত্থানে ভাঙতে শুরু করেছে। রিয়েল এস্টেট ও মুক্তবাজারের সঙ্গে সঙ্গে একান্নবর্তী ভাঙছে, অন্যদিকে ডাইনেস্টি গড়ে উঠছে ভারতে। এরা ধর্মের আশ্রয় নিয়েছে আরো কৌশলে। একই সঙ্গে দেখাচ্ছে ধনাঢ্য পরিবারকে। চাকচিক্য প্রাধান্য পায় নাটকগুলোতে। বড়লোকের কষ্ট এবং আনন্দের রূপ দেখার কৌতূহল সব মানুষের মধ্যেই থাকে। সেখানে যুক্ত করে দিচ্ছে মহাভারত রামায়ণের রসায়ন। মহাভারত রামায়ণ সমৃদ্ধ হয়েছে সহস্র বছর ধরে। এখানে প্রতিদিন ঘটছে মহাভারত।

ক্রিয়েটিভ পরিচালক ও প্রযোজক একতা কাপুর টার্গেট করেছেন প্রবাসী ভারতীয় এবং গৃহিণীদের। একতা কাপুরের সিরিয়াল নির্মাণের সঙ্গে জড়িত আছে ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি সবকিছুই। তার সিরিয়ালে কাহিনী চরিত্রে প্রাধান্য দেয়া হয় একটি নারী চরিত্রকে। এই নারী একের পর এক বিপদে পড়েও তার পরিবারকে সামলে রাখেন সর্বংসহা হয়ে।

হিন্দি সিরিয়ালে তুলসি-পার্বতী-কুসুম এদের দাপট এখন এতোটাই বেশি- এরা হয়ে উঠেছেন আমাদের আদর্শ গৃহবধূর আইকন। স্টারশিপের বিজ্ঞাপনে তাই এখন দেখা যায় তুলসিকে। ভারতের অসংখ্য বিজ্ঞাপন জুড়ে রয়েছে এই নায়িকারা। অথচ পাঁচ বছর আগেও আইকন ছিলো শুধু বড় পর্দার নায়ক-নায়িকারা। এখন প্রতিযোগিতায় খুব ভালোভাবে আছে ছোট পর্দা, এমনকি বলিউডকেও কাঁপিয়ে দিয়েছে বালাজি টেলিফিল্মস বা একতা কাপুর। তার কয়েকটি সিরিয়ালের দর্শক ধরে রাখার ক্ষমতা ফ্লপের তালিকায় নিয়ে গেছে অধিকাংশ হিন্দি সিনেমাকে।

বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করি। এর মধ্যে হিপোক্রেসি আছে। ছেলে-মেয়েরা পড়ছে ইংরেজিতে, কিন্তু নিজে স্বপ্ন দেখি বাংলার। বিদেশে বসে ক্যাসেট চেয়ে পাঠাই বাংলা গানের, ছবির। ছবি দেখি সুচিত্রা-উত্তমের। তারপর মেধাহীনতা। মেধাহীনতা দিয়ে, আবেগ দিয়ে টিকে থাকা যায় না, তার জন্য চাই নিজের অংশীদারিত্ব।